দৈনিক ...

তারিখ ৩১.৭.২০০০
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

62

বই নির্বাচনের নামে ১৫ বছরে শত ...

করবে। দেশের সব জেলায় ৬০টি সেন্ট... আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর 'গ্রামীণ স্টার' এডু... করবেন ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস।
তথ্যপ্রযুক্তির এই বিশাল কর্মকাণ্ড সরেজমিনে... গত বৃহস্পতিবার গ্রামীণ ব্যাংক ভব... ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা হয়। ঢাকার বিভিন্ন... থাকলেও তথ্যপ্রযুক্তির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড... পরিচালিত হচ্ছে। আলাপ হলো গ্রামীণ ব্য... ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ...

শরিফুজ্জামান পিন্টু

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বই নির্বাচনে হরিলুট চলছে। আশির দশক থেকে মাধ্যমিক স্কুলসমূহের বই ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে শতকোটি টাকার অধিক আত্মসাত হয়েছে। তখন থেকে একটি সংগঠিত গোষ্ঠী ভুয়া বই ...

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে চলছে হরিলুট

নিম্নমানের বই, অশ্লীল বই, নকল বই ও পাইরেট বই সরবরাহের মাধ্যমে এই বিপুল সরকারী অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।

(২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন)

অন্তর্ভুক্ত করে এবং এগুলোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে পূর্বের নিম্নশ্রেণীর বইয়ের তালিকা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল্য তালিকার ৯৬টি বইয়ের সঙ্গে এনসিটিবি প্রকাশিত ৬৬টি পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে। কারণ কোটি টাকা খরচ করে এনসিটিবির পুরনো ও বাতিল বই কিনে আবার স্কুলে পাঠানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। মাধ্যমিক স্কুলে সরবরাহ করা ৯৬টি রেফারেন্স বইয়ের প্রায় সবই নকল বা নিম্নমানের। ভারতের পিকে সরকার লিখিত 'হায়ার ইংলিশ গ্রামার' বইয়ের গায়ে ১৭৫ টাকা দাম লেখা থাকলেও ওয়ার্ক অর্ডারে ২৫০ টাকা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া এই বইটিতে যেসব রচনা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভারতের ছাত্র আন্দোলন, ইন্ডিয়া সিন্স ইন্ডিপেনডেন্স, দুর্গাপূজা, সেকুলার কনসেপ্ট ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বার্ড প্রভৃতি। তদন্ত কমিটি প্রশ্ন রেখেছে যে, এসব বিষয় বাংলাদেশের ছাত্রদের কোন্ কাজে লাগবে? বাংলাদেশে কি ভাল মানের ইংলিশ গ্রামার ও এসে বই নেই? অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বইগুলো ভারত থেকেও আনা হয়নি। ঢাকায় পাইরেট সংস্করণ হিসাবে চুরি করে ছাপা হয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে এনসিটিবি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করেছে। কিন্তু জনৈক সারোয়ার-ই-আনাম ও হুমায়ুন কবীর লিখিত কৃষিবিজ্ঞান প্রথম খণ্ড '৯৫ সালের পুরনো সিলেবাস অনুযায়ী লেখা। ২০০০ সালে স্কুলের জন্য সেই বই প্রকল্প থেকে কেনা হয়েছে। ইসলামের চার খলিফা, বড় পীর, হযরত ফাতেমা প্রমুখের ওপর সরবরাহকৃত বইগুলোতে কোন প্রকাশনা সংস্থার নাম নেই। বইগুলো খুবই নিম্নমানের। এগুলো গোডাউনে পচন ধরা বই। 'মানচিত্রে কেমন আমার বাংলাদেশ' নামের বইটি ২০০০ সালে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রিন্টার্স লাইনে লেখা রয়েছে ১৯৯৬ সালে পুণর্মুদ্রিত। এতে ৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সার্ক দেশের পরিচয়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে '৬৯ সালে সাধারণ নির্বাচন হয়। প্রকৃতপক্ষে '৬৯ সালে কোন নির্বাচন হয়নি, হয়েছে '৭০ সালে। তাছাড়া বইটিতে বাংলাদেশে শিক্ষার হার শতকরা ৩২ ভাগ বলা হয়েছে। কমিটির বক্তব্য হচ্ছে, বইটি যেহেতু ২০০০ সালে সরবরাহ করা হয়েছে সেহেতু শিক্ষার হার শতকরা ৬২ ভাগ উল্লেখ করা উচিত ছিল।

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ...

... নিম্নমানের পুথি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পুথিতে আপত্তিকর ও নবীর প্রতি অশ্রদ্ধা ঘটতে পারে এমন বাক্যও রয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এমনকি স্নাতকোত্তর ক্লাসের বই পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য ক্লাসের অবিক্রীত এসব বই প্রকল্প কর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কলেজের রেফারেন্স বই হিসাবে রচিত 'উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিজ্ঞান' স্কুলে পাঠানো হয়েছে। স্কুলের ছাত্রদের ইংরেজী শেখার জন্য ফুটপাথের একটি বই 'র‍্যাপিডেক্স' সরবরাহ করা হয়েছে। বইটি আবার ভারতের। ঢাকায় ফুটপাথে এটি ৩০/৪০ টাকায় পাওয়া গেলেও বইটি ১৩০ টাকায় সরবরাহ করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নেতা মাওলানা রহিমের লেখা 'সুন্নাত ও বিদয়াত' বইটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির বক্তব্য হচ্ছে— এমন বই স্কুলে পাঠানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ বইটির ২৫০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে— 'নারী প্রাধান্যের কারণেই বহু সমাজ ও রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়েছে।' ৯৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে— 'গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ।' তদন্ত কমিটির অভিমত হচ্ছে, একটি গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমন বই নির্বাচন করা হয়েছে।

'মকছুদুল মোহছেনীন বা বেহেস্তের পুঞ্জী' নামে একটি বই কিনে স্কুলের ছাত্রদের সরবরাহ করা হয়েছে। বইটির লেখক মাওলানা আবুল খায়ের মোঃ সিদ্দিক। আর প্রকাশক মুক্তিযুদ্ধের সময় টিক্কা খান, মালেক মন্ত্রিসভার সদস্য মাওলানা এছহাক। এর ২১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে সহবাসের নিয়মকানুন, ২০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে তালাক দেয়ার নিয়মকানুন, ২৯০ পৃষ্ঠায় রয়েছে স্ত্রীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার নিয়মকানুনসহ বেশকিছু অশ্লীল পাঠ্যসূচী। তদন্ত কমিটির অভিমত হচ্ছে— নির্বাচকদের কাণ্ডজ্ঞান ও রুচির বীভৎস কর্মকাণ্ড দেখে শিউরে উঠতে হয়।

তদন্ত কমিটি দীর্ঘ প্রতিবেদন শেষে সুপারিশে বলেছে যে, যারা এ ধরনের হীন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে তারা খুবই পরিচিত একটি চক্র। এরা দীর্ঘদিন ধরে বইয়ের ব্যবসার নামে অপকর্মে জড়িত রয়েছে। তদন্ত কমিটি এই চক্রের প্রধান হোতা হিসাবে যেসব প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেছে সেগুলো হচ্ছে প্যারাগন, আলীগড়, পপুলার, পরমা, আইডিয়েল লাইব্রেরী, বুক ভিউ, কম্বাইন্ড কনসার্টিয়াম প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রকল্পের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত করে এরা প্রকাশনা জগতে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। গত ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্পে বই কেনা খাতে শত কোটি টাকা অপচয় হওয়ায় প্রকাশনা জগতে কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত দু'বছরে মাত্র তিন কোটি টাকার বাজেটে সরাসরি বই কেনায় প্রকাশনা জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

... তদন্ত কমিটি ...

তদন্ত কমিটির অভিমত হচ্ছে— ... তালিকা নির্বাচন করেছে এটি যেমন হাস্যকর, তেমন নিয়মবিরুদ্ধ। অথচ বইয়ের তালিকা নির্বাচনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জাতীয় কমিটি রয়েছে। এই কমিটির অনুমোদন ছাড়া যাতে কোন প্রকল্পের বই অনুমোদন না হয় সে জন্য নির্দেশ জারির সুপারিশ করা হয়। নিম্নমানের পাইরেট ও অশ্লীল বই সরবরাহকারীদের কালো তালিকাভুক্ত ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্পে পরিপত্র জারির সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব ও যুগ্ম সচিবসহ যাদের হাতে এই প্রকল্পের বই অনুমোদন হয় তাদের সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে। ২০০০ সালের জুন মাসে এই প্রকল্পের আওতায় নতুন ৮৪০টি স্কুলে বই ও পাঠসামগ্রী সরবরাহে প্রকল্পের দুই কর্মকর্তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এঁরা হচ্ছেন উপপরিচালক আবদুর রশীদ ও গবেষণা সহকারী ইফতেখার। এই দু'জনের সঙ্গে চক্রটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই দু'জনকে সাময়িক বরখাস্ত ও জবাব চেয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরুর সুপারিশ করা হয়েছে। পরিশেষে তদন্ত কমিটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত কমিটি করার প্রস্তাব করেছে। এতে প্রকাশনা বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।